যুগান্তর

তারিখ 15 SEP 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ৭

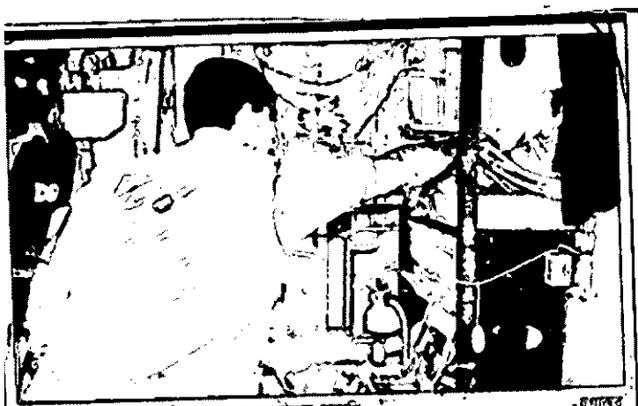

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে গোয়েন্দাদের তল্লাশি -যুগান্তর

জঙ্গি ধরতে ঢাবি হলে তল্লাশি

দু'জন গ্রেফতার : প্রচুর বইপত্র উদ্ধার

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশব্যাপী জঙ্গিবিরোধী অভিযানে এবার ডিবি পুলিশ খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গির সন্ধান পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে অভিযান চালিয়ে গতকাল তারা ২ জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে এবং উদ্ধার করেছে ১৪টি জেহাদি বই। আরও জঙ্গির সন্ধানে গতকালই তারা স্যার এএফ রহমান হলে অভিযান চালালেও কোন জঙ্গিকে গ্রেফতার করতে পারেনি। ডিবি পুলিশের কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে তরুণ জঙ্গিরা আত্মগোপন করে আছে।

গ্রেফতারকৃত দু'জন -যুগান্তর

তল্লাশি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

তল্লাশি : ঢাবি হলে

(১ম পৃষ্ঠার পর) তাঁদের কাছে খবর রয়েছে, ১৭ আগস্ট হামলার পর দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তরুণ জঙ্গিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে আশ্রয় নিয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড জঙ্গি আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মোড়ে উন্মুক্ত কনসার্ট চললেও জঙ্গি আতঙ্কে লোকসমাগম কম হচ্ছে। ডিসি-ডিবি মোঃ শহীদুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বিকাল পৌনে ৪টায় গোয়েন্দা পুলিশের একটি টিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্যসেন হলে অভিযান চালায়। তারা ওই হলের নিচতলায় অবস্থিত ১৭৭ নম্বর রুমে অভিযান চালিয়ে বকুল ও আবদুল মোত্তালেব নামে ২ যুবককে গ্রেফতার করেছে। তিনি জানান, গ্রেফতারকৃত বকুল বহিরাগত। তার বাড়ি সাতক্ষীরায় এবং আবদুল মোত্তালেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এবং ওই রুমের বাসিন্দা।

ডিবি পুলিশের একাধিক সূত্র দাবি করেছে- তাদের কাছে সংবাদ আছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হলে এবং মেসে প্রচুরসংখ্যক জঙ্গি আশ্রয় নিয়েছে। দেশব্যাপী পুলিশ, র‌্যাব ও গোয়েন্দা সংস্থার যৌথ অভিযানের মুখে জেলা পর্যায়ের তরুণ জঙ্গিরা এসব হলে নিরাপদ আশ্রয় মনে করে অবস্থান নিয়েছে। তাদের অবস্থান নিশ্চিত হওয়া মাত্রই তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হবে বলেও তিনি জানান।

অপরদিকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, গতকাল বিকালে বিপুলসংখ্যক পুলিশ সূর্যসেন হল ঘিরে ফেলে। তারা হলের ১৭৭ নং রুমে অভিযান চালিয়ে ২ জঙ্গিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এই রুমে অভিযান চালিয়ে তারা শায়খ আবদুর রহমানের বক্তব্যসহ লিফলেট, আহলে হাদিসের গঠনতন্ত্র, ভারতে নরহত্যার প্রতিশোধ, সূত্রে আহলে হাদিস ও ওহাবী আন্দোলনসহ ১৪টি বই উদ্ধার করা হয়। হলের একাধিক ছাত্র বলেছে, গ্রেফতারকৃত মোত্তালেবের কাছে বিভিন্ন সময় অপরিচিত লোক আসত। তারা জানিয়েছে, পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ওই রুমের ১৭৭ বাসিন্দা টাঙ্গাইলের আনোয়ার, জামালপুরের নাজমুল ও আলমগীর পালিয়ে যায়।

হল সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার রাতে ২৫/৩০ জন জঙ্গি ওই রুমে গোপন সভায় মিলিত হয়। এ সময় হলের গেস্টরুমে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একটি সভা চলছিল। ১৭৭ নম্বর রুমের পার্শ্ববর্তী রুমের ছাত্ররা জঙ্গিদের গোপন বৈঠকের খবরটি ছাত্রদল নেতাদের জানায়। ছাত্রদল নেতারা তৎক্ষণাৎ ওই রুমে গিয়ে অভিযোগের সত্যতা পান। তারা ওই রুমে বেশ কয়েকজন বহিরাগতকে দেখে তাদের ঘরে থাকতে বলে সভায় ফিরে আসেন। এ সময় বাইরে অবস্থানকারী হল শাখার সভাপতি রেজা ও সাধারণ সম্পাদক রফিককে বিষয়টি জানানো হয়। তারা এসে ওই রুমে গিয়ে দেখেন বহিরাগতরা পালিয়েছে। এ সময় তারা ওই রুমে অবস্থানকারী আনোয়ার, নাজমুল ও আলমগীরকে মারধর করে হল থেকে বের করে দেয়। এছাড়াও ওই হল থেকে আরও ৬ ছাত্রকে বের করে দেয়া হয়। তারা হচ্ছে- রাজ্জাক, মফিজ, এহসান, আদিল, মেহেদী ও সোহাগ। পরে বিষয়টি হল প্রভোস্টকে জানানো হয়। সকালে প্রভোস্ট হলের সিনিয়র হাউস টিউটর এবিএম শহিদুল ইসলামকে প্রধান করে ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। হলে কোন জঙ্গি আছে কিনা তা খুঁজে বের করতে কমিটিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পুলিশের অপর একটি সূত্র জানিয়েছে, গতকাল বিকালে জঙ্গির খোঁজে তারা স্যার এএফ রহমান হলের ১০৯ ও ১১০ নম্বর রুমে অভিযান চালায়। তবে কাউকে ধরা যায়নি। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য আফম ইউসুফ হায়দার যুগান্তরকে বলেছেন, গত মঙ্গলবার রাতের ঘটনাটি পুলিশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে জানানো হলে অভিযান চালায় পুলিশ।

তিনি বলেন, পুলিশ যখন যে হলে প্রয়োজন মনে করবে তখন সেই হলে অভিযান চালাতে পারবে, তবে শুধু সংশ্লিষ্ট হলের প্রভোস্টকে সঙ্গে রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, শান্তি-শৃংখলার ব্যাপারে কোন আপস করা হবে না। তিনি বলেন, জঙ্গি যেই হোক তাকে অবশ্যই গ্রেফতার করা হবে।

অপরদিকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি লিয়াকত সিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে জঙ্গির অবস্থানে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

নেতৃদ্বয় এক বিবৃতিতে বলেন, গতকাল রাতে ছাত্রদল-শিবিরের গোপন বৈঠকের পর আজ গভীর রাতে সূর্যসেন হলের ১৭৭ নম্বর কক্ষ থেকে জঙ্গি উদ্ধার হওয়ায় এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে, ছাত্রদল-শিবিরগোষ্ঠী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশের সহযোগিতায় ক্যাম্পাসকে জঙ্গি তৈরির কারখানা গড়ার মিশনে হাত দিয়েছে। জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত কাগজপত্রাদি ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র দেখে আশঙ্কা প্রকাশ করে নেতৃদ্বয় বলেন, ছাত্রদল-শিবির যৌথভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জঙ্গিদের কাছে তুলে দেয়ার হীনচক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।